

চোপড়ার ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের বার্তা

সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা আমরা যাচাই করিনি) ঘিরে ০১/০৭/২০২৪ ভারত রাষ্ট্রের সংসদ তোলপাড় হল। আমাদের বাংলার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার দোর্দন্ড প্রতাপ একজন রাজনৈতিক নেতার ন্যাক্কারজনক কীর্তি চাক্ষুষ করল আসমুদ্রহিমাচল।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, তার নাম তাজিমুল ইসলাম। সবাই দেখেছেন, তাজিমুল মাটিতে ফেলে বর্বরতার সাথে একজন পুরুষ ও মহিলাকে কষ্ট দিয়ে পেটাচ্ছেন। কখনো মহিলার চুলের মুঠি ধরে আছড়ে ফেলছেন; আবার এলোপাথাড়ি লাথি মারছেন। বাঙালি মুসলমান সমাজের একজন নারীর প্রতি এই নারকীয় অত্যাচার গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছেন স্থানীয়েরা। কেউ কেউ মারধরে সাথও দিচ্ছেন। তবে বেশির ভাগ মানুষই এই নৃশংস অমানবিক সালিশির শাস্তি প্রদান অবলোকনে ব্যস্ত। কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে; কেউ আবার সোৎসাহে আশপাশের বাড়ির ছাদে উঠে পড়েছেন। আরো ঘৃণ্য মন্তব্য করেছেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান (তাজিমুল তার ‘ঘনিষ্ঠ’ বলেই এলাকায় পরিচিত)। তিনি বলেছেন, “শাসন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।” কেবল একজন পর্দানশীন মাঝবয়সী মুসলিম মহিলার সাহসী মানবিক ভূমিকা এই ঘটনায় অতিমাত্রায় প্রশংসার দাবি রাখে।

ভাইরাল ভিডিওটি দেখলে বোঝা যাচ্ছে, সেটি কোনও উঁচু জায়গা থেকে করা হয়েছে। ড্রোন ক্যামেরা যেরকম ভিউ প্রদান করে অনেকটা সেরকম ভিউ। কিন্তু স্থানীয়রা যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ন্যাক্কারজনকভাবে একজন নারীকে পেটানো দেখলেন বা ভিডিও তুললেন, তারা কারা? কেন তারা এই নোংরামির প্রতিবাদ করলেন না? তারা কি মজা দেখছিলেন? হৃদয়ের মণিকোঠায় সাজিয়ে রাখা আদিম মৌলবাদী চেতনা কি তাদের বুকে ধিকি ধিকি জ্বলছিল? না কি তারা ভয় পাচ্ছিলেন?

আমরা অদ্ভুতভাবে চিন্তাশীল বাঙালি মুসলমান সমাজকে এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদ করে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে লক্ষ করলাম না। কিন্তু আমরা মনে করি, চোপড়ার এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার ক্ষেত্রে মুখ বন্ধ রাখা সমীচীন না। চুপ থাকতে থাকতে পরিস্থিতি হয়তো একদিন এমন হবে যে হিন্দুত্ববাদী বা জায়েনিস্ট শক্তি আর বাঙালি মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ হবে না। মুসলমান বাঙালি সমাজ তার নিজস্ব সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্য দিয়েই নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান বাঙালিদের নেতৃত্বাধীন প্রায় কয়েকশো বা কয়েক হাজার ছোটবড় সামাজিক/রাজনৈতিক/ধর্মীয় সংগঠন আছে। তাঁদের কাছে আমাদের আবেদন নৈতিক প্রতিবাদে সামিল হোন। আমরা ‘অ্যাপোলেজেটিক’ হচ্ছি না শুধুমাত্র আত্মসমালোচনা করার আবেদন করছি।

তাজিমুল ইসলাম বা তার সঙ্গী-সমর্থকদের এই মৌলবাদী মানসিকতা ও ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। বাঙালি মুসলমান সমাজের কাছে এরা বা এই জাতীয় মানসিকতা হিন্দুত্ববাদী বা জায়েনিস্টদের থেকে কোন অংশে কম ভয়ঙ্কর না বলে আমরা মনে করি। তাই শুধু গ্রেফতারি না আমরা তাজিমুল ইসলাম ও তার সঙ্গী-সমর্থকদের আইনানুযায়ী বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি। সাথে আমরা চিন্তাশীল মুসলমান বাঙালি সমাজের সাথে সাথে বৃহত্তর বাঙালি সমাজের কাছে আত্মসমালোচনা করার আবেদন করছি। অনুরোধ করছি, নীরব থেকে এই জাতীয় নারকীয় কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় না দেওয়ার এবং সামর্থ্য মতো প্রতিবাদ করার।

ধন্যবাদান্তে

1. ড. রামিজ রাজা, প্রকৌশলী
2. শেখ আবদুল মুরাদ, বিজ্ঞাপন ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ
3. আশফাক আহমদ, আইনজীবী
4. এম রুহুল আমিন, শিক্ষক ও সাহিত্য সংগঠক
5. জালাল উদ্দিন, প্রকৌশলী
6. ড. মীরাতুন নাহার, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ও স্বনামধন্য লেখিকা
7. আমিনুল ইসলাম, স্বনামধন্য লেখক
8. গিয়াসউদ্দীন দালাল, নজরুল গবেষক
9. ড. আদিল হোসেন, অধ্যাপক
10. ওয়াহেদ মির্জা, হিসাবরক্ষক
11. মোঃ তানউইর ইসলাম খান, সরকারি কর্মচারী
12. সাবির হোসেন, শিক্ষক
13. ড. আবু সাঈদ, চিকিৎসক
14. মোশারফ হোসেন, অধ্যাপক
15. ড. মেহেবুব সাহানা, গবেষক ও অধ্যাপক
16. তৈমুর খান, স্বনামধন্য কবি
17. সাদ্দাম আনসারী, প্রকৌশলী
18. দীপক সাহা, স্বনামধন্য লেখক
19. মুজিবুর রহমান, চিত্রপরিচালক
20. মীর মুশাররফ আলি, প্রকৌশলী
21. অনল আবেদিন, সাংবাদিক ও লেখক
22. ড. ইকবাল আব্দুল লতিফ, অধ্যাপক
23. আনজুমানারা খাতুন, হাই মাদ্রাসা শিক্ষিকা
24. নাইমুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক
25. মোঃ নাজিমুল হক, প্রকৌশলী
26. এ এফ এম সেবগাতুল্লা, সরকারি কর্মচারী
27. ইসমাইল দরবেশ, স্বনামধন্য লেখক
28. মহম্মদ বসিরুদ্দিন, সমাজ গবেষক ও সেবক
29. সেখ মনোয়ার হোসেন, সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী।
30. রবিউল ইসলাম, শিক্ষক
31. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, সরকারি কর্মচারী
32. কাজী মোহাম্মদ সফিক, প্রকৌশলী
33. মোঃ ইরফান সাদিক, ছাত্র
34. জাইদুল ইসলাম, সরকারি আধিকারিক
35. সেখ জানে আলম, লেখক
36. ড. শামিম আহমেদ, চিকিৎসক
37. ড. আইরিন শবনম, অধ্যাপিকা

38. নিজারুল সেখ, সরকারি কর্মচারী
39. ফারুক আহমেদ, লেখক
40. মোতাহার হোসেন, আইনজীবী
41. মুক্তাদির আজাদ, সরকারি কর্মচারী
42. নাজিম উদ্দিন হাজারী, সাধারণ নাগরিক
43. মুহাম্মদ সাইদ হাসান (সিমন), রাজস্ব আধিকারিক
44. ড. সদরউদ্দিন বিশ্বাস, অধ্যাপক
45. আমির খান, অধ্যাপক
46. ড: সিদ্দিকুল ইসলাম, বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ উদ্যান বিদ্যা
47. ডঃ শেখ শরীফ হাসান, অধ্যাপক
48. সফিউন্নিসা, সাংবাদিক
49. ডা: মঈনুদ্দীন চিশতী
50. মিজানুর রহমান, সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী
51. মোঃ সাব্বির সেখ, শিক্ষক
52. মঞ্জুর রহমান, প্রকৌশলী এবং বরিষ্ঠ গবেষক
53. এ কে এম মিরাজুল ইসলাম, সরকারি কর্মচারী
54. সাদেকুল ইসলাম, সমাজকর্মী
55. ড. আবুল সেখ, অধ্যাপক
56. আবু সিদ্দিক অধ্যাপক ও লেখক
57. অজিত শেখ, সমাজসেবী ও বেসরকারি কর্মচারী
58. মোশারফ হোসেন, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক
59. নুরুল আমিন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
60. আনিসুর রহমান, সাংবাদিক
61. রবিউল ইসলাম, সমাজকর্মী
62. হামিদ মিন্ত্রী, অধ্যাপক
63. আব্দুর রফিক, গবেষক
64. জুব্বার সেখ, শিক্ষক
65. রুকসানা হোসেন, হাই মাদ্রাসা শিক্ষিকা
66. মহম্মদ সফিকুল ইসলাম
67. ইয়াউর রহমান, শিক্ষক
68. আফরোজুল হক, এডভোকেট
69. জান্নাতুল ফেরদৌস, হাই স্কুল শিক্ষিকা
70. সাইরা ফারুক, কসমোলজিস্ট
71. শফিকুল ইসলাম, শিক্ষক
72. আনজুম মুনীর, সাংবাদিক
73. নিসার আমিন
74. নুরুল জামাল
75. মহম্মদ সফিকুল ইসলাম

76. ডা. সেখ নূর মহম্মদ, চিকিৎসক ও লেখক
77. আলিমুজ্জমান, ইতিহাস গবেষক
78. আব্দুল আলিম, সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা
79. খাজিম আহমেদ, ইতিহাস লেখক
80. ড. মোজাফফার রহমান, শিক্ষক ও গবেষক
81. ডাঃ মীর হাসনাৎ আলী চিকিৎসক ও সমাজ কর্মী
82. সব্যসাচী ইসলাম, চিত্র সাংবাদিক
83. শামসুল আলম তরফদার, ইসলামিক গবেষক